দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 20 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

শিক্ষা ও অবকাঠামো উন্নয়নে পৌনে তিনশ' কোটি টাকা পাচ্ছে ঢাবি

শাহজাহান শুভ

সিংহভাগই দেবে সরকার

শিক্ষা ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রায় পৌনে তিনশ কোটি টাকা পাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ টাকার মধ্যে সিংহভাগই দিচ্ছে সরকার। মোট ২৬৩ কোটি ৪৯ লাখ টাকার মধ্যে সরকারী খাত থেকে আসছে ২৩৩ কোটি ৪৯ লাখ। এ টাকায় শিক্ষার্থীদের জন্য দুটি আবাসিক হল, শিক্ষকদের আবাসন বৃদ্ধি, হলের খাবারের মান উন্নয়ন, যানবাহন সমস্যা দূরীকরণ ছাড়াও খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বরাদ্দ পাওয়া টাকার কিছু অংশ ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে। বাকি টাকা একনেকে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা দীর্ঘদিনের। বর্তমানে অর্ধেকেরও কম ছাত্র-ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। বিগত বিএনপি-জামায়াত সরকারের সময়ে কার্জন হলের পূর্ব পাশে এক হাজার ছাত্রীর আবাসনের জন্য একটি টুইন হল নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী বিগত সরকার হলের একাংশের জন্য ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। যদিও নানা জটিলতার কারণে আজও হলের কাজ শুরু হয়নি। ১০ তলা বিশিষ্ট এ হলের পূর্ণাঙ্গ কাজের জন্য নতুনভাবে আরও ২৯ কোটি ২৪ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

নতুন বরাদ্দে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর নামে এক হাজার শয্যাবিশিষ্ট একটি ছাত্র হল নির্মাণের জন্য ৪০ কোটি ৩৯ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মাষ্টার দা সূর্যসেন ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের মাঝের খালি জায়গায় ১০ তলা বিশিষ্ট এ হল নির্মিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ১২ তলাবিশিষ্ট ৬৬ ফ্ল্যাটের একটি টাওয়ার ভবন নির্মিত হবে। যার ব্যয় ধরা হয়েছে ২৮ কোটি ৬২ লাখ টাকা। মোকাররম হোসেন খন্দকার বিজ্ঞান ভবনের একাডেমিক বিল্ডিংয়ের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১০ কোটি ২০ লাখ টাকা। রোকেয়া হলের ছাত্রীদের আবাসন বৃদ্ধির জন্য একটি ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলা নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২ কোটি ২৮ লাখ টাকা। স্যার এ এফ রহমান হলের বর্ধিত অংশ শাহ নেওয়াজ হোস্টেলে ১০ তলা ফাউন্ডেশনের একটি ৫ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। যার নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ১১ কোটি ৮১ লাখ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলা ও বিনোদন সুবিধা বাড়ানোর জন্য ১৪ কোটি ৩৩ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যা দিয়ে একটি কভার্ড জিমনেসিয়াম এবং টিএসসি'র ভেতরে ১০ তলা ফাউন্ডেশনের ৫ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর জন্য কম্পিউটার ও জেনারেটর ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এক কোটি ১৫ লাখ টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২ কোটি টাকা। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি প্ল্যান তৈরীর জন্য ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গত সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় এ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ জহিরুল হক জানান, এখন একনেকের অনুমোদন পেলেই আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করবো।

এসব বরাদ্দ ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার আরও পৌনে ৭ কোটি টাকা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা কর্মকর্তা। এ টাকা ইতোমধ্যে ছাড় করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। যার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের খাবারের উন্নয়নে ব্যয় করা হবে আড়াই কোটি টাকা। যানবাহনের উন্নয়নে ব্যয় হবে ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা। ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য খরচ করা হবে ৩ কোটি টাকা।

উপরোক্ত বরাদ্দের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উচ্চতর গবেষণার জন্য ২৭ কোটি টাকা দিচ্ছে সরকার। অন্য আরেকটি আমব্রেলা প্রজেক্টে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে আরও ৩০ কোটি টাকা পাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। রিপেয়ার ও রেনোভেশনের জন্য আরও ১৫ কোটি টাকা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানা গেছে।

এসব সরকারী টাকা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা উন্নয়নে 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' জন্য জাপান সরকার ২০ কোটি টাকা দিচ্ছে। যার ১০ কোটি টাকা ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের নির্মাণের জন্য ডাচ্-বাংলা ব্যাংক দিয়েছে প্রায় ১০ কোটি টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এসএমএ ফায়েজ বলেন, প্রধান উপদেষ্টাসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা আছেন, তাদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তারা সবসময়ই সচেতন। তাই নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা প্রশংসনীয়। তারপরও গবেষণার উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী খাতকে এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা কর্মকর্তা জানান, দুই বছরের মধ্যে এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শেষ করতে হবে। টাকা হাতে আসলেই অল্প সময়ের মধ্যে কাজ শুরু হবে বলে জানান তিনি।